গাংনীতে র্যাবের অভিযানে তিনটি ককটেলসহ ২ জন আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৬) এর একটি টিম গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩ টি ককটেলসহ দুই জনকে আটক করেছেন।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার কুঠি ভাটপাড়া গ্রামের সাকেম মন্ডলের ছেলে ছিফাত মন্ডল(৫৫) ও কোদাইলকাটি গ্রামের মৃত সালাম মিয়ার ছেলে আব্দুল আলিম স্বপন(৩৫)। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও নগদ ১৪০০ শ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
র্যাব-৬ ঝিনাইদহের একটি টীম মঙ্গলবার (২৩ আগষ্ট) দিবাগত মধ্যরাতে গাংনীর কুঠি ভাটপাড়া থেকে আটক করে।

আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) বিকেলে বিস্ফোরক আইনে মামলা দিয়ে আটকদের গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের ডিএডি নুরুল আমিন জানান, নাশকতা মূলক কর্মকান্ডের জন্য বিষ্ফোরকসহ কয়েকজন ব্যক্তি অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে কুঠি ভাটপাড়ায় অভিযান চালানো হয়।
এসময় আটককৃতদের কাছ থেকে একটি ব্যাগে তিনটি ককটেল পাওয়া গেলে তাদেরকে আটক করে ঝিনাইদহ ক্যাম্পে নেয়া হয়।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন র্যাব-৬ এর দায়ের করা মামলার আসামীদেরকে মেহেরপুর আদালতে হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে গাঁজাসহ সাইফুল আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ফাঁড়ি পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে ১১০ গ্রাম গাঁজাসহ সাইফুল ইসলাম (৩০)কে আটক করেছে।

আটক সাইফুল ইসলাম সদর উপজেলার সিংহাটি উত্তরপাড়া এলাকারমৃত ইউসুফ মন্ডলের ছেলে।

আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) ভোররাতের দিকে বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই(নিঃ) মফিজুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান সিংহাটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১১০ গ্রাম গাঁজাসহ সাইফুলকে গ্রেফতার করে।

এঘটনায় আসামী সাইফুলের বিরুদ্ধে সদর থানায় ৩৬(১) সারণির ১৯(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; ধারায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলা নং-২৭, তাং-২৪/০৮/২০২২। আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামীসহ ৬ জন গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় ২ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৩ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

গত মঙ্গলবার (২৩ আগষ্ট) থেকে আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এসব আসামি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দেশ ত্যাগের সময় পিকে হালদারের দুই নারী সহযোগী গ্রেফতার

বাংলাদেশ থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা পাচারে জড়িত পিকে (প্রশান্ত কুমার) হালদারের দুই নারী সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। দেশ ত্যাগের সময় এই দুই নারীকে গ্রেফতার করা হয়।

বুধবার সকালে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন র্যাবের লিগ্যাল আ্যন্ড মিডিয়া উইংয়ের সহকারী পরিচালক এএসপি আল আমিন।

তিনি বলেন, পিএলএফএসএল কোম্পানির প্রায় ২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎকারী পিকে হালদার ভারতীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার আছেন। তার দুই নারী সহযোগী বাংলাদেশ ছাড়তে চেয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তাদের ওপর র্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি চলছিল। এরই ভিত্তিতে পিকে হালদারের দুই নারী সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে গ্রেফতারদের নাম প্রকাশ না করা হলেও এ বিষয়ে বুধবার দুপুরে কারওয়ানবাজার র্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান র্যাবের লিগ্যাল আ্যন্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন।

দেশের আর্থিক খাতের শীর্ষ জালিয়াত পিকে হালদারের (প্রশান্ত কুমার হালদার) ১৫ বান্ধবী ও ঘনিষ্ঠ নারীদের ব্যাংক হিসাবে অন্তত ৮৬৭ কোটি টাকার সন্ধান পাওয়া গেছে। উপহার, গাড়ি ও ফ্ল্যাট কিনে দেওয়া, দেশে-বিদেশে ভ্রমণসহ বিভিন্ন অজুহাতে ঋণের নামে তাদের এ অর্থ দেওয়া হয়। পিপলস লিজিংসহ চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে মোটা অঙ্কের এ অর্থ নারীদের নামে-বেনামের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

আরও জানা গেছে— কখনো ঋণের নামে, কখনো বিনোদন ভাতার নামে আবার কখনো অবৈধ টাকা আড়াল করতে পিকে হালদার এসব কাজ করেন। কোনো কোনো বান্ধবীর নামে ব্যাংকে টাকা স্থানান্তর ছাড়াও ফ্ল্যাট ও দামি গাড়ি কিনে দিয়েছেন। আবার কাউকে দেশে-বিদেশে পাঁচতারকা হোটেলে নিয়ে আনন্দ-ফূর্তিও করেছেন তিনি। দুদকের অনুসন্ধান শুরু হলে পিকে হালদারের এক বান্ধবী দেশ ছেড়ে কানাডায় পালিয়ে যান। তিনি

এখন পিকে হালদারের নিয়ন্ত্রণেই ওই দেশে আছেন। বান্ধবীদের নামে অর্থকড়ি খরচের পাশাপাশি নিজেকে আড়ালে রাখতে আর্থিক জালিয়াতিতে পিকে হালদারের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও সহকর্মীদেরও ব্যবহার করেন।

দুদকের অনুসন্ধানের বিষয়ে জানতে চাইলে সংস্থাটির চেয়ারম্যান ড. ইকবাল মাহমুদ বলেন, যারা দেশের আর্র্থিক খাত লোপাট করে নিঃশেষ করে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দুদকের জোরদার কাজ চলছে। অনুসন্ধানে যাদের নাম আসবে কাউকেই ছাড়া হবে না।

দামুড়হুদায় ২ কেজি গাঁজাসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গায় ২ কেজি গাঁজাসহ সাজেদা খাতুন (৪১) নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা।

মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার বড়দুধ পাতিলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত সাজেদা খাতুন দর্শনা থামার পরানপুর বেলেমাঠ পাড়ার মৃত মোসলেম আলীর স্ত্রী।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. শরিয়তউলাহ’র নেতৃত্বে পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপপরিদর্শক আকবর হোসেন, সাহারা ইয়াসমিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বড়দুধ পাতিলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২ কেজি গাঁজাসহ সাজেদা খাতুনকে আটক করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলাসহ সাজেদা খাতুনকে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে ।

গাংনীর করমদি গ্রামের শাশুড়ির ঘাতক বাদশা মিয়া গ্রেফতার

গাংনীর করমদি মাঠপাড়া এলাকার রঙ্গিলার হত্যাকারি জামায় বাদশা মিয়াকে (২২) স্থানীয় জনতার সহযোগীতায় গাংনী থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে করমদি গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গাংনী থানার উপপরির্শিক (এসআই) মাসুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঘাতক বাদশা মিয়া সারাদিন আত্মগোপনে থাকার পর রাতের আধারে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এসময় স্থানীয়দের সহযোগীতায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বাদশা মিয়া করমদি শাহবুর পাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে। পারিবারিক কলহের জের ধরে আজ বেলা ১১ টার দিকে তার স্ত্রী রিংকি খাতুনকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কোপানোর সময় মেয়েকে বাঁচাতে রিংকির মা রঙ্গিলা খাতুন (৪৫) ছুটে আসে।

এসময় তাকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় ঘাতক বাদশা। পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নিয়েছে। এছাড়া তার স্ত্রী রিংকি খাতুন বর্তমানে গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কার্পাসডাঙ্গায় বেশি দামে

বিক্রি সার করায় জরিমানা

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম। মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে তিনি এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় কার্পাসডাঙ্গা ব্রিজ মোড়ে অবস্থিত মেসার্স হাসিবুর ট্রেডার্সের মালিক হাসিবুর রহমান হাসিব ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ১২ ধারা মোতাবেক দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস ও দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকশ দল।

এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম বলেন, কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে সারের দাম বেশি না নিতে পারে, সে বিষয়ে তদারকি ও ভ্রাম্যমাণ আদালত জোরদার করা হবে।

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪ জন

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার ৪ আসামী গ্রেফতার করেছে। এরা সকলেই মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের হওয়া মামলার আসামি।

এসময় তাদের কাছ থেকে সাড়ে তিন শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশ দুই শ গ্রাম গাঁজাসহ ২ জনকে ও সদর থানা পুলিশ দেড় শ গ্রাম গাঁজাসহ ১ জনকে ও অপর একটি মামলায়

১জনসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে।

সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের একাধিক টিম দুটি উপজেলার পৃথক গ্রামে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম এসব অভিযান চালান।

এসময় গাংনী থানায় মারামারি মামলা, মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দুটি মামলা ও সদর থানায় একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ও অন্যান্য আইনে ১ টি মামলা রুজ্জু করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামীদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে গাঁজাসহ ওয়াজ্জেল শেখ আটক

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৫০ গ্রাম গাঁজাসহ ওয়াজ্জেল শেখ (৬০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

আটক ওয়াজ্জেল শেখ মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর খন্দকারপাড়া গ্রামের আহাম্মদ শেখের ছেলে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে সদর থানার এএসআই শাকিল খান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে ১৫০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করেন।

এএসআই শাকিল খান বলেন, ওয়াজ্জেল হোসেন এলাকার চিহিৃত একজন গাঁজা ব্যবসায়ী। আজকে সে গাঁজা বিক্রি করছে এমন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে এই গাঁজাসহ আটক করা হয়।

আটক ওয়াজ্জেল হোসেনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বেশি দামে সার বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুরে বিএডিসি সার ডিলার মনিরুল ইসলাম এন্ড ব্রাদার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে বেশি দামে ইউরিয়া ও টিএসপি সার বিক্রির দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলার বামনপাড়ায় এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, বামনপাড়ায় বিএডিসি সার ডিলার মেসার্স মনিরুল ইসলাম এন্ড ব্রাদার্স নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিকালে সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মুল্যে সার বিক্রয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের গোপন নথিপত্র চেক করে ১১০০ টাকার ইউরিয়া ১২৬০ টাকা ও ১১০০ টাকার টিএসপি সার ১৭৫০ টাকাসহ অন্যান্য সারও বেশি দামে বিক্রয়ের গোপন রশিদ জব্দ করা হয়।

তিনি আরো জানান, নির্ধারিত মূল্যের অধিক মুল্যে সার বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও শহরের হোটেল বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানে চাউল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার তদারকি করা হয় এবং ক্রয় বিক্রয় ভাউচার ও মুল্যতালিকা তদারকি করা হয়। ব্যবসায়ীদের অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি ও অতিমুনাফার বিষয়ে সতর্ক করা হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ তারিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তরিকুল ইসলাম ও পুলিশ লাইনের একটি টিম।